যুগান্তর

12 AUG 2008

নিপীড়নের প্রতিবাদে বিসিআইসি কলেজ ছাত্রীদের মানববন্ধন

পাঁচ শিক্ষককে প্রত্যাহার দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডে অবস্থিত বিসিআইসি কলেজের ছাত্রীরা সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কালো মুখোশ পরে মৌন প্রতিবাদ ও মানববন্ধন করেছে। তাদের ওপর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নের প্রতিবাদে এই কর্মসূচি পালন করে তারা। এ সময় ছাত্রীরা নির্যাতক ৫ শিক্ষককে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহারের জন্য প্রধান উপদেষ্টা, সেনাপ্রধান ও শিক্ষা উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানায়। কর্মসূচিটি পালনকালে পুলিশ বারবার বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেও ছাত্রীরা তাদের কর্মসূচিতে অনড় ছিল।

বেলা দেড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত বিসিআইসি কলেজের ২০-২৫ ছাত্রী যোগ দেয় মানববন্ধনে। এ সময় তারা লাল কালিতে লেখা একটি বক্তব্য পাঠ করে শোনায় সাংবাদিকদের। এতে তারা দাবি করেছে, তারা কলেজের রসায়নের শিক্ষক ও উপাধ্যক্ষ, পদার্থ বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক, রসায়নের আরেকজন সহকারী অধ্যাপক ও বাংলার জনৈক শিক্ষকের অসহ্য, অমানবিক, কুরুচিপূর্ণ নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ছাত্রীরা জানায়, উল্লিখিত শিক্ষকরা তাদের পেটাতে পেটাতে সারা ক্লাসে দৌড়ায়, নাগালে না পেলে পেছন থেকে শরীরে লাঠি নিক্ষেপ করে, উঁচু বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে রাখে, শিক্ষকের ডায়াসের টেবিলের নিচে তাদের মাথা ঢুকিয়ে রাখে। বাংলার জনৈক শিক্ষকের বিরুদ্ধে পড়ানোর সময় অশোভন হাসি ও ইঙ্গিতের অভিযোগ করে ছাত্রীরা।

বিজ্ঞানের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এছাড়াও তাদের কাছে প্রাইভেট পড়তে ও নোট কিনতে বাধ্য করা, মেয়েদের গাল-নাক ধরে টানা, গালে থাপ্পড় মারাসহ নানা অভিযোগ করেছে তারা।

এর আগে গত ১১ নভেম্বর বিসিআইসি কলেজের ছাত্রীরা আরও একবার বিক্ষোভ করেছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তখন কর্তৃপক্ষ কলেজটি বন্ধ করে দেয়। ক্লাস সমাপনীকে সামনে রেখে আয়োজিত র‍্যাগ ডে'র টাকা আত্মসাৎ এবং ছাত্রীদের নানাভাবে হয়রানির প্রতিবাদে তখন এই বিক্ষোভ করেছিল তারা।

কাকলি উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষকদের মানববন্ধন আজ

ধানমণ্ডির কাকলি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা আজ বেলা ১১টায় মানববন্ধন করবেন। একই প্লটের অবশিষ্ট জমি বিদ্যালয়ের কাছে বিক্রির দাবিতে তারা এ কর্মসূচি পালন করবেন। সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীন মোহাম্মদ খান। এ সময় বিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-ছাত্র এবং অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। প্রধান শিক্ষক বলেন, বর্তমানে জমিটি একটি বেসরকারি ব্যাংকের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেখানে ১৫-২০ ফুট গভীর গর্ত করে ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। এতে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে।

শিক্ষক ও স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা বলেন, স্কুলের বর্তমান অস্তিত্ব রক্ষা ও ভবিষ্যতে সম্প্রসারণ নিশ্চিতের লক্ষ্যে পাশের জমিটি দরকার। এজন্য জমিটি পেতে প্রধান উপদেষ্টা এবং শিক্ষা ও পূর্ত উপদেষ্টার সহায়তা কামনা করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় সম্প্রসারণ কমিটির আহ্বায়ক এসএ মোতালেব, ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার আবুল খায়ের বাবুল, শিক্ষক বাবর আলী, বেগম বিলকিস মিজান, অভিভাবক মোজাম্মেল হক ভূঁইয়া, আনোয়ার উল্লাহ, অধ্যাপক মাওলানা সালাউদ্দিন প্রমুখ।